দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 23 DEC 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

কটিয়াদীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে

কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ), ২০শে ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা) ।- কটিয়াদী উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়নের কাজে দীর্ঘদিন হাত দেয়া হয়নি। ফলে উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমস্যা বেড়েই চলেছে এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।

প্রায় আড়াই লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত কটিয়াদী উপজেলার মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৬টি। এর মধ্যে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১টি ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২টি। এর মধ্যে স্বল্পসংখ্যক বিদ্যালয়ের ভবন পাকা। বাদবাকী বিদ্যালয় ভবন কাঁচা এবং দীর্ঘদিন উন্নয়ন ও সংস্কারের অভাবে বিদ্যালয়গুলোর বর্তমানে জরাজীর্ণ দশা। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বেড়া নেই, ছাউনি নেই। অনেক বিদ্যালয়ের বেড়া ভাঙ্গা, ফলে ছাত্রছাত্রীদের খোলা আকাশের নীচে ক্লাস করতে হচ্ছে। বর্ষা মৌসুমে কোন বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদেরকে আকাশে মেঘ দেখলেই ছুটি দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ক্লাস বসে গাছতলায় কিংবা পার্শ্ববর্তী বাড়ীঘরে। অধিকাংশ বেসরকারী মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ ও ব্ল্যাক বোর্ডের অভাব রয়েছে। বেঞ্চের অভাবে অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের দাঁড়িয়ে বা মেঝেতে বসে ক্লাস করতে হয়।

সকল মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে প্রয়োজনের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। ফলে বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়নের জন্য সরকার প্রতিবছর যে অর্থ মঞ্জুরি দিয়ে থাকেন তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই কোন বিজ্ঞানাগার নেই। আর যেগুলোতে আছে সেগুলোতেও সরঞ্জামের অভাব রয়েছে।

দু'একটি বিদ্যালয় বাদে সকল মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়েই খেলার সরঞ্জাম নেই। এছাড়া রয়েছে খাবার পানির সংকট। যে নলকূপ রয়েছে তা অধিকাংশ সময় বিকল থাকে। পায়খানা-প্রস্রাবখানার সুব্যবস্থা নেই। ফলে আশংকাজনক হারে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।